Downloaded from: justpaste.it/Arrested2

If Arrested 2

If ever arrested 2

যদি কখনো গ্রেফতার হোন (২য় পর্ব)

✒✒✒গত পর্বে ভুমিকা আলোচনা করা হয়েছে। এখন থেকে ধারাবাহিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোকপাত করা হবে, ইনশাআল্লাহ,,,

গ্রেফতারের কারণ:

সাধারণত দুই কারণে দ্বীনী ভাইয়েরা গ্রেফতার হয়ে থাকে।

ক/ বাতেনী কারণ
খ/ জাহেরী কারণ।

*বাতেনী কারণগুলো হলোঃ-
1/ গোপন গুনাহ: এ বিপদ তথা গ্রেফতারের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আপনার গুনাহসমূহ ক্ষমা করতে এবং আপনার অন্তরকে পুতপবিত্র বানাতে চান। তারপর আল্লাহ হয়ত আপনাকে দ্বীনের বড় কোন কাজে লাগাবেন, ইনশাআল্লাহ।,,,,,

2/ আমীর তথা দায়ীত্বশীলদের আনুগত্য না করা। এটাও একধরনের গুনাহ। দায়ীত্বশীলদের কথা বা নিষেধাজ্ঞা পুরোপুরি না মানার কারণে অনেক ভাই গ্রেফতার হয়েছেন।

3/ আল্লাহর পক্ষ থেকে পরিক্ষা। গ্রেফতারের বাহ্যিক কোন কারণ নাই। তবে আল্লাহ চান আপনার ঈমান পরিক্ষা করতে,

আপনার ভিতরটা একটু যাচাই করতে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে আল্লাহ আপনার মর্যাদা ও মর্তবা বুলন্দ করে দিবেন। এবং আপনাকে তার নির্বাচিত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করবেন।

*জাহেরী কারণগুলোঃ-
1/ আগে এক ভাই গ্রেফতার হয়েছে সেই সুবাদে আপনিও গ্রেফতার।

তার মোবাইলে আপনার নাম্বার সংরক্ষিত ছিল অথবা তার সাথে আপনার যোগাযোগের সূত্র পেয়েছে।

2/ মোবাইল ট্র্যাকিং।

আপনার মুঠোফোনে স্পর্শকাতর কোন কন্টেন্ট, অডিও-ভিডও বা তথ্য সংরক্ষিত ছিল, অথবা ফেইসবুক ইন্টারনেটের মাধ্যমে আপনি নজরদারিতে ছিলেন বহুদিন।
অতঃপর গ্রেফতার।

3/ জনসম্মুখে বক্তব্য।
কোন এক সভা, সেমিনারে বা জুমার খুতবায় রাষ্ট্রবিরোধী কোন বক্তব্য বা জিহাদী বয়ানের কারণে নজরদারিতে চলে এসেছেন। অতপর গ্রেফতার হয়েছেন।

4/ সন্দেহজনক চলাফেরা। এলাকাবাসী ও আশাপাশের বেদ্বীন লোকদের কাছে আপনার আচরণ সন্দেহজনক মনে হয়েছে। আপনার কথাবার্তা, দৃষ্টিভঙ্গি ও চালচলন তাদের কাছে অস্বাভাবিক ও অদ্ভুত লেগেছে।
অথবা আপনার বাড়িতে টুপিদাড়িওয়ালাদের বেশী গমনাগমন তাদের সহ্য হয়নি।
ফলে তারা থানায় আপনার ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করেছে। আর কিছুদন পরেই আপনি গ্রেপ্তার।

দ্বীনী ভাইদের ভুলগুলোঃ

1/ সবসময় সজাগ ও সতর্কদৃষ্টি না রাখা। কিছু হবেনা মনে করে অনেক কিছু করে ফেলা।

2/ দ্বীনী সফরে বের হওয়ার সময় নিজ ব্যবহারিত ফোন সাথে নেয়া। এতে আপনি কোথায় কোথায় গিয়েছেন সেই স্থান(লোকেশন) সংরক্ষিত হয়ে যাচ্ছে এবং স্পর্শকাতর লোকেশনে বারবারন যাতায়েতের কারণে সন্দেহের আওতায় চলে আসছেন।

3/ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো(ফেইসবুক, ইউটিউব) ব্যবহারে অসতর্কতা। স্পর্শকাতর কন্টেন্টগুলোতে লাইক, কমেন্ট অথবা শেয়ার করা।

শুধু লাইক কমেন্টের কারনেই অনেক ভাই কারাবরণ করেছে।

4/ যেখানে সেখানে জিহাদের দাওয়াত দেয়া, বিতর্ক করা এবং রাষ্ট্রীয় কুফর ও এরতেদাদ প্রকাশ করে দেয়া।

অতি জজবাতি তরুণ অনেক ভাইয়েরা এটা করে থাকে। নিজের বিষয়টা গোপন রাখতে পারেনা।

(একটা টার্গেটে অগ্রসর না হয়ে দাওয়াত দিলে বা বিতর্কে জড়ালে সেটা ফলপ্রসু তো হয়ই না, বরং অনেক ক্ষতি ডেকে নিয়ে আসে।)

5/ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে

(যখন কোন একটা ইস্যুতে দেশ গরম তখন) শান্ত বা স্থির না থাকা।

এ সময় মিটিং বা কয়েকজন এক সাথে দ্বীনী সফরে বের হওয়া।

6/ অধিক রাত্রিতে সফর করা,
চেক পোস্ট অতিক্রম করা।

জরুরী প্রয়োজন ছাড়া ল্যাপটপ বহন করা, বাস্তবসম্মত কভার স্টরি সেট না করা।

7/ পুরাতন সীম ও মোবাইল পরিবর্তন না করা।

বিশেষ করে যখন সামনে বা পিছনের একজন ভাই(যার ফোনে আপনার নাম্বার সেভ আছে বা যোগাযোগ আছে) গ্রেপ্তার হয় তখন আপনার সিম ও মোবাইল দুটোই ফেলে দেয়া উচিত, যদি আপনি গুরত্বপূর্ণ ব্যক্তি হোন।

8/ মোবাইল ফোনে যোগাযোগ স্থাপন করা অথবা অনিরাপদ যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করা।
যেমন, মেসেঞ্জার, ওয়াটসাপ, টেলিগ্রাম

গ্রেফতারের ধরণঃ-
গ্রেফতার দুই ধরণের হয়ে থাকে।

1/ গুম: বেআইনীভাবে আটক করে গুম করে ফেলা।

2/ অভিযোগের ভিত্তিতে আইনীভাবে আটক করে মামলা দেয়া

গুম:
যাকে দীর্ঘদিন নজরদারীতে রাখা হয় এবং তারা যাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তাকে যেকোন জায়গা থেকে তুলে নিয়ে গুম করে ফেলে।

দ্বীনী ভাইদেরকে সাধারণত গুমই করা হয়ে থাকে। কারা গুম করে?

গোয়েন্দা সংস্থার মধ্য হতে বিশেষ করে ডিবি, সিটিটিসি, এন্টি টেরোরিজম উনিট অফ পুলিস, র‍্যাব, ডিজিএফাআই এরাই গুম খুন করে বেশী।

এদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় একটু পরে তুলে ধরব।

আইনীভাবে গ্রেফতার:

আপনার নামে নিকটস্থ থানায় অভিযোগ যাওয়ার পর গ্রেফতার করা হতে পারে।

এ ধরনের গ্রেফতার চেকপোস্ট থেকেও হয়। অথবা অপরাধের(?) স্পট বা প্রশিক্ষণের জায়গা হতে জনসম্মূখে গ্রেফতার হল দ্বিতীয় ক্যাটাগরির।

যারা গুম-খুন করে, এসব তগুতী গোয়েন্দা বাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়, জেনে নিন

1/ সিটিটিসিঃ পূর্ণ নাম- Counter Terrorism and Transnational Crime এটি ১৬ই ফেব্রুয়ারী ২০১৬ সালে ৬০০ কর্মী (বিভিন্ন বাহিনী থেকে বাছাই করা) নিয়ে গঠিত হয়। হেডকোয়ার্টারঃ 36 মিন্ট রোড, রমনা ১২১৭, ঢাকা। এর অধিনে রয়েছে সশস্ত্র বাহিনী সোয়াত (SWAT-Special Weapons And Tactics)। জিহাদ দমনে এরা অনেক এগিয়ে(?)। এরা শিক্ষিত দুশমন, অনেক অভিজ্ঞ, ধর্ম সম্পর্কে আমাদের চে বেশী জানে। সাধারণত এরা এবং র‍্যাবই আমাদের বেশী গুম করে।

২/এটিইউঃ Anti Terrorism Unit of Police. প্রাথমিকভাবে এটি ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এবং চূড়ান্তভাবে ২০১৯ সালের নভেম্বর মাসে গঠিত হয়। প্রধান কার্যালয়ঃ সোহরাওয়ার্দী এভিনিউ, হাউস-35, বারিধারা, ঢাকা। atu-police.gov.bd/about-us

3/ ডিবিঃ Detective Branch এটি পুলিশের বিশেষ গোয়েন্দা সংস্থা।এরা খুবই খারাপ ও নিকৃষ্ট ধরনের।

4/ র‍্যাবঃ Rapid Action Battalion. এটি ২৬ই মার্চ ২০০৪ সালে (আর্মি, নেভী, পুলিশ, বিজিবি ও আনসার নিয়ে) গঠিত। সারা বাংলাদেশে ব্যাপী র‍্যাবের ১৫টি ব্যাটালিয়ান রয়েছে। এর মধ্যে ঢাকাতেই ৫টি। RAB-1 এর প্রধান কার্যালয়ঃ উত্তরা, ঢাকা। RAB-2ঃ আগারগাঁও । RAB-3ঃ টিকাটুলি। RAB-4ঃ মিরপুর। RAB-10ঃ যাত্রাবাড়ী। RAB-5ঃ রাজশাহী। RAB-6ঃ খুলনা। R চট্টগ্রাম। RAB-8ঃ বরিশাল। RAB-9ঃ সিলেট। RAB-11ঃ নারায়ণগঞ্জ। RAB-12ঃ সিরাজগঞ্জ। RAB-13ঃ রংপুর। R মোমেনশাহী। RAB-15ঃ কক্সবাজার। প্রত্যেক ব্যাটালিয়নের আবার একাধিক ইউনিট রয়েছে। এদের রেঞ্জ বা এরিয়া নির্ধারিত। যেমনঃ র‍্যাব-১১এর অধিন কয়েকটি জেলা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, চাঁদপুর, কুমিল্লা। র‍্যাব তাদের পারফরম্যান্স দেখানোর জন্য সবচে প্রতারণাপূর্ণ কাজ করে। এরা খুবই ইসলাম বিদ্বেষী। একটা গরম পোস্ট বা বয়ান নজরে আসলেই গ্রেফতার করতে দেরি করে না। এদের দেয়া মামলায় জামিনও মিলে তাড়াতাড়ি।আলহামদুলিল্লাহ।

৫/ ডিজিএফআইঃ Director General of Forces (গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মহাঅধিদপ্তর) . এটি বাংলাদেশের প্রধান সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা। ১৯৭২ সালে স্থাপিত। প্রধান কার্যালয়ঃ ঢাকা সেনানিবাস। এরা বহির্বিশ্ব থেকে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা জন্য কাজ করে। অভ্যন্তরীন বিষয়েও মাথা ঘামায়। দেশের অভ্যন্তরীন গোয়েন্দাদের কার্যক্রমও লক্ষ্য রাখে। NSI(National Security Inteligence)এর সাথে মিলে কাজ করে থাকে। জঙ্গি দমনে এদের অধিন বিশেষ ফোর্স হচ্ছে, Counter Terrorism and Inteligence Buruea.

সুত্র: অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, উইকিপিডিয়া, গুগল।

এছাড়া জানা-অজানা আরো বহু গোয়েন্দা সংস্থা আছে। বিদেশী অনেক গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্টও বাংলাদেশে রয়েছে মোসাদ, RAY, CNN, FBI

গুম হলে পরিবারের করণীয়ঃ

আল্লাহ না করুন আপনি কখনো এরকম কিছুর আশংকা করলে আল্লাহর কাছে আফিয়ত তথা নিরাপত্তা কামন করুন। পরিবারের সবার মাঝে দ্বীনী বুঝ তৈরী করুন, নবীদের উপর কি পরিমান আপদ মসিবত এসেছিল তার বয়ান করুন।

দাওয়ার কাজ তো পরিবার থেকেই শুরু করতে হয়। যেকোন বিপদ আপদে পরিবারের লোকজন আপনার কাজে আসবে।

পরিবারের কর্তাদের বলে রাখুন, আপনার ক্ষেত্রে কখনো এরকম ঘটলে(নিঁখোজ হলে) তারা যেন পেরেশান না হয় এবং সর্বোচ্চ থানায় একটি জিডি করে রাখতে পারে।

স্থানীয় সাংবাদিকদের বিষয়টি অবগত করানো যেতে পারে
(ইদানিং সাংবাদিক সম্মেলনের একটা ভালো প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে)।

জিডি বা সাংবাদিক সম্মেলন বাহ্যিক উপকরণ ও স্বান্তনা ছাড়া কিছুই নয়। মূলত আল্লাহর দিকে রুজু হওয়াই শ্রেয়।

অনেক ভাই গুম হওয়ার পর তাদের পরিবার এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করে বহু টাকা পয়সা বেহুদা খরচ করে ফেলে।

পরবর্তীতে অনেকে হা-হুতাশ করে দেওলিয়া হয়ে যায়।

এ ক্ষেত্রে পরিবারকে সবর ও তাকওয়ার বয়ান করা ছাড়া উপায় নাই।

ধরা পড়ার পরের অবস্থা ও করণীয়ঃ
গোয়েন্দা সূত্রে গ্রেপ্তার হলে,,,

চলবে ইনশাআল্লাহ,,,

📝 দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরাম থেকে সংগৃহীত